দৈনিক বাংলা

তারিখ 19 OCT 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পদ্ধতি

সরকার পুরাতন পদ্ধতির ভর্তি পরীক্ষা বাতিল করে বর্তমানে ভর্তি পরীক্ষার যে নতুন পদ্ধতি প্রণয়ন করেছেন তা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় ও সঠিক উদ্যোগ। কারণ, এতে ছাত্রছাত্রীরা প্রথম থেকেই নিজেদের গড়ে তুলতে পছন্দমত বিষয়ে পড়ার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকবে। পড়ালেখার প্রতি মনোনিবেশ করতে বাধ্য হবে। প্রথম শ্রেণী থেকে শুরু করে এইচএসসি পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে যথার্থ জ্ঞান অর্জনের ও অনেক কিছু জানার চেষ্টা করবে— যাতে করে এইচএসসিতে ভাল রেজাল্ট করে তাদের আকাঙ্ক্ষিত Subject-এ ভর্তি হতে পারে এবং মা-বাবা ও অভিভাবকদের আশা পূরণ করতে পারে। এতে অভিভাবকরাও প্রথম থেকেই সন্তানদের পড়ালেখার ব্যাপারে যত্নবান থাকবেন। ছাত্রছাত্রীরাও কুপথে পা বাড়াবার সময় পাবে না। এছাড়াও রয়েছে এর আরও অনেক উপকার বা ভাল দিক যা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কিছু অসচেতন অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রী (যাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য) এর বিপক্ষে। তারা একটি কথাই বার বার উল্লেখ করে বলছেন—'এতে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত মেধা যাচাই হয় না'। কিন্তু তাদের কাছে আমাদের আমাদের প্রশ্ন- যে সব ছাত্রছাত্রী প্রথম শ্রেণী থেকে এইচএসসি পড়া পর্যন্ত সময়ে যদি জ্ঞান অর্জন করতে নাই পারে, তাহলে কিভাবে এইচএসসি পরীক্ষার পর তিন মাসের মধ্যে তা অর্জন করতে পারবে? তিন মাসের স্বল্প সময়ের পড়ালেখায়ই কি তাদের সমস্ত জ্ঞান যাচাই হয়ে যাবে? তাদের কেউ কেউ আবার একথা বলেন যে নকল করেও তো খুব ভালভাবে পাস করা যায়। তা যায় বটে। কিন্তু তা কেমন পাস? তাছাড়া নকল করে ৭৫০/৮৫০ নিশ্চয়ই তোলা যায় না। তা তুলতে বা পেতে হলে শিক্ষার্থীকে অনেক কিছু জানতে হয়, অনেক কিছু শিখতে হয়। এছাড়াও সরকার কম্পিউটার পদ্ধতিতে খাতা যাচাইয়ের যে ব্যবস্থা করেছেন সে ব্যবস্থায় রেজাল্ট তৈরির ক্ষেত্রে শহর কিংবা গ্রাম, ভাল কিংবা মন্দ স্কুল-কলেজের মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। এই পদ্ধতিও নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। বুদ্ধি বিবেচনাহীন ছাত্রছাত্রীদের প্রসঙ্গে আরও বলতে চাই যে, ভর্তি পরীক্ষায় প্রায়ই দেখা যায় উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী নামধারী উচ্চ শ্রেণীতে পড়া বেশ কিছু অসাধু পরীক্ষার্থীদের সাথে হাত মিলিয়ে তাদের সাথে ফরম পূরণ করে ভর্তি পরীক্ষায় তাদের সাহায্য নিচ্ছে— গতবার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় যা ধরা পড়েছে এবং বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এতে কি ভর্তি পরীক্ষায় তাদের মেধা যথার্থই যাচাই হয়েছে?

এছাড়াও এই ভর্তি পরীক্ষার ব্যাপারে আছে চাঁদার খেলা, কোচিং সেন্টারের উৎপাত, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী কর্তৃক প্রশ্ন ফাঁসের কারচুপি, টেলিফোনের ক্ষমতা ইত্যাদি। কিন্তু নম্বরের ভিত্তিতে ভর্তির ব্যাপারটি সম্পন্ন হলে এসব অপতৎপরতা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। তবে এই নতুন পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে প্রাথমিকভাবে যেসব ত্রুটি দেখা দিবে বা যথাশীঘ্র সম্ভব দূর

জনমত

করার জন্য কর্তৃপক্ষ সচেষ্ট থাকবেন বলে আমরা আশা করবো। মোট কথা আমরা চাই শিক্ষার একটি সুষ্ঠু পরিবেশ। তাই মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব, বিশ্ব-বিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ও বুয়েটসহ সকল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি বিনীত অনুরোধ, দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে এই বছর থেকেই ভর্তির নতুন পদ্ধতি প্রণয়ন ও তা চালু করুন। ভাল কাজের সমালোচনা সবসময় ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবেই।

মাকসুদুর রহমান আজাদ
সাভার, ঢাকা।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, দেশে ক্যাডেট কলেজসমূহে '৯৬ সালে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তির আবেদনের জন্য সম্প্রতি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এতে প্রায় ৩৭ বছরের নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে বলা হয়েছে, 'একবার যে ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে সে পুনরায় অংশ নেয়ার অযোগ্য বিবেচিত হবে।' সূত্র মতে, ভর্তি পরীক্ষার মাত্র মাস দুয়েক আগে কর্তৃপক্ষের এহেন সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছে। বিসিএস এবং আইএসএসবি পরীক্ষায়ও যেখানে ন্যূনতম পক্ষে বহুবার অংশ নেয়া যায় সেক্ষেত্রে ক্যাডেট কলেজে ভর্তির ব্যাপারে এত কড়া আইন আগ্রহী শত শত ছাত্রছাত্রীকে বঞ্চিত করা হবে। প্রশ্ন উঠেছে এ সিদ্ধান্ত বছরের শুরুতে ঘোষণা করা হলে ছাত্রছাত্রীরা দীর্ঘসময় ধরে প্রস্তুতি নিত না, অর্থ ব্যয়ও হতো না। সিদ্ধান্তটি বিবেচনার দাবি উঠেছে।